দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 15 MAR 2017
পৃষ্ঠা ...9... কলাম ...2...

একই কক্ষে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পাঠদান

দুই শিক্ষকে চলছে বিদ্যালয়

বিপ্লব ঘোষ, নবাবগঞ্জ ◆

মাত্র দুজন শিক্ষক দিয়ে চলছে ঢাকার নবাবগঞ্জের বারুয়াখালী ইউনিয়নের ৬নং কাউনিয়াকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ভেঙে পড়েছে। অনেক শিক্ষার্থী বাধ্য হয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি হচ্ছে।

সূত্র জানায়, প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনায় একজন প্রধান শিক্ষক, পাঁচজন সহকারী শিক্ষক ও একজন পাক-প্রাথমিকের শিক্ষক থাকার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু কাউনিয়াকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে একজন প্রধান শিক্ষক ও একজন প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষক দিয়ে।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ১৩৫ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। গত ৩ বছর আগে প্রধান শিক্ষকসহ পাঁচজন শিক্ষক ছিলেন। ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে সহকারী শিক্ষক মো. আবজাল হোসেন ভাঙ্গাভিটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিউটি সাহা কান্দাবাড়িল্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস নিচ্ছেন। এ বছর ২৮ ফেব্রুয়ারি সহকারী শিক্ষক শীলা বিশ্বাস স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষক মুক্তা খানম বিদ্যালয়ের পাঠদানের কার্যক্রম চালাচ্ছেন। প্রধান শিক্ষক মাসিক সমন্বয় সভা ও জরুরি প্রয়োজনে উপজেলা সদরে গেলে একজন শিক্ষক দিয়ে ক্লাস পরিচালনা করতে হয়।

সরেজমিনে দেখা গেছে, প্রথম শিফটে শিশু শ্রেণি, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ক্লাস এবং দ্বিতীয় শিফটে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির ক্লাস চলে। মাত্র দুজন শিক্ষক প্রথম শিফটে চারটি ক্লাস ও দ্বিতীয় শিফটে ছয়টি ক্লাস নিতে হিমশিম খাচ্ছেন। এতে শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে পাঠগ্রহণ করতে পারছে না। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক না থাকায় ক্লাস চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীরা স্কুল মাঠে খেলাধুলা করছে। এমতাবস্থায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ভেঙে পড়েছে। অনেক শিক্ষার্থী বাধ্য হয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি হচ্ছে। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র আবির হোসেন বলে, আমাগো স্যার নাই, তাই ঠিক মতো লেখাপড়া করতে পারি না। ফোর আর ফাইভ একলগে ক্লাস করি। সামনে আমাগো পরীক্ষা। অহনো স্কুলে যাই আর আহি।' বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাশিদা পারভীন জানান, প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। ১৩৫ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে দুজন শিক্ষক দিয়ে পাঠদান সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই বাধ্য হয়ে একই কক্ষে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির একত্রে পাঠদান দিচ্ছি। নাম প্রকাশ না করা শর্তে একজন অভিভাবক বলেন, স্কুলে যদি শিক্ষক না থাকে তাহলে আমাদের সন্তানরা শিখবে কী। এতে শিক্ষার্থীরা অমনোযোগী হয়ে পড়ছে। এ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে সন্তানদের বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি কাজী সালাহ্উদ্দিন বিদ্যুৎ বলেন, আমি মৌখিক ও লিখিতভাবে অনেকবার উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে জানিয়েছি। এতে কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জেসমিন আহমেদ বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে বিদ্যালয়টিতে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।